ISSN 2349 - 9699

অন্বেষা

বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা

চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ২২ শে শ্রাবন, ১২২৪ বঙ্গাব্দ

বিষয় ঃ লোকসংস্কৃতি

বাংলা বিভাগ
শ্রীকিষাণ সারদা কলেজ, হাইলাকান্দি
আসাম

ISSN 2349-9699

অন্বেষা

বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা

চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
২২শে শ্রাবণ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
প্রিয়ব্রত নাথ

বাংলা বিভাগ
শ্রীকিষাণ সারদা কলেজ, হাইলাকান্দি
আসাম

Anwesha

A peer reviewed Research Journal of the Department of Bengali, S.S College, Hailakandi.

সম্পাদক

প্রিয়ব্রত নাথ

সম্পাদনা সমিতি

মাধবী দেব
মমতাজ বেগম বড়ভূঁইয়া
ইন্দিরা ভট্টাচার্য
প্রিয়ব্রত নাথ

প্রকাশক

বাংলা বিভাগ, এস.এস.কলেজ, হাইলাকান্দি, আসাম

প্রকাশকাল

শ্রাবণ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

মুদ্রণ

স্কলার পাবলিকেশনস্, করিমগঞ্জ, আসাম

₹ ২০০ মাত্র।

The opinions expressed in the articles published in this journal are the opinions of the authors. The members of the editorial board or publisher of Anwesha are in no way responsible for the opinions expressed by the authors.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced o transmitted form or by any means without permission.

2017.

উপদেষ্টা মণ্ডলী

- অধ্যাপক বেলা দাস
  অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম।
- অধ্যাপক মৈত্রেয়ী দত্ত
  অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, আগরতলা, ত্রিপুরা।
- অধ্যাপক সৌগত চট্টোপাধ্যায়
  অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রামসদয় কলেজ, হাওড়া।
  অতিথি অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
- ড. শেখ মকবুল ইসলাম
  সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সেন্ট পাল্‌স্ ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ, কলকাতা।
  অতিথি অধ্যাপক, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
- ড. শান্তনু সরকার
  সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর।
- ড. রমাকান্ত দাস
  সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর।
- ড. দেবলীনা দেবনাথ
  সহকারী অধ্যাপক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া।

সূচিপত্র

- মানবাধিকার ও লোকসাহিত্য - সৌগত চট্টোপাধ্যায় ৯-১৩
- বাংলা প্রবাদে মানবেতর প্রাণীরভূমিকা - পারমিতা চৌধুরী ১৪-২২
- অভিজ্ঞতা ও বাংলা প্রবাদ - শ্রীদাম বণিক ২৩-২৮
- লোকজ দৃষ্টিকোণে রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের পাঠ বিচার- নবেন্দু রায়চৌধুরী ২৯-৩৯
- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা' উপন্যাসে লোকজ উপাদান- সৌরভ নুরানি চৌধুরী ৪০-৪৪
- সৌভাগ্যের রাজসাপ - মৈত্রী দাস ৪৫-৫৪
- সাসানভিরি উপন্যাসে লোকপুরাণের ব্যবহার - হেমলতা কেরকেটা ৫৫-৬১
- দেবেশ রায়ের উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের লোকদেবতা- হাসানুর হক সরকার ৬২-৬৯
- মিথ কথায় আর্থসামাজিক ইতিহাস - সুদীপ্ত চৌধুরী ৭০-৮০
- শোনিতপুর জেলার উৎসব : পঃরাগ - বাপন দাস ৮১-৮৮
- পুরুর নাথের তনের বারমাসি : বারমাসি গানের আঙ্গিনায় এক ভিন্নধর্মী উপস্থাপনা- দেবযানী দেবনাথ ৮৯-৯৮
- বরাক উপত্যকার লৌকিক আচার অনুষ্ঠানে শিব - বিবেকানন্দ সেন ৯৯-১০৪
- বুড়ী আইর সাধু: রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতিবিদ্যার আলোকে- সূর্যসেন দেব ১০৫-১১২
- ত্রিপুরার মুসলমান সমাজের বিবাহরীতি : একটি বিশ্লেষণী পাঠ- তাসলিম আখতার ১১৩-১২২
- বরাক উপত্যকার চা-জনজাতি সমাজে প্রচলিত লোকসংগীতে নিম্নবর্গীয় চেতনা প্রসঙ্গ : একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি- সন্তোষ আঁকুরা ১২৩-১৩৫

বরাক উপত্যকার চা-জনজাতি সমাজে প্রচলিত লোকসংগীতে নিম্নবর্গীয় চেতনা

সন্তোষ আকুড়া

সংস্কৃতি প্রত্যেকের মজ্জাগত ব্যাপার। লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভিত্তিভূমি। জীবনের বহুবিচিত্র তরঙ্গে দৃশ্যত বা অদৃশ্যতই হোক লোকায়ত অনুভূতিগুলি তাৎপর্যবহ। বরাক উপত্যকা ভারতের আসাম প্রদেশের একটি অঞ্চল বিশেষ। বরাকনদীর তীরবর্তী অবস্থিত বরাক উপত্যকা নানা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মিশ্রণস্থল। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বরাক ভূমির মূল সুর। বিবিধতার মধ্যেও এখানে একতা বিরাজমান। "নানা জাতি নানা ভাষা নানা পরিধান বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।" অতুল প্রসাদ সেনের এই গানের তাৎপর্য বরাক উপত্যকার ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে বরাকের এই ভূখণ্ডটি 'বরাক উপত্যকা' অভিধা অর্জন করে।[১]

লোকায়ত বীক্ষার এক অমূল্য আশ্রয়ভূমি বরাক উপত্যকা, বাংলার মূলস্রোত থেকে অনেকটা দূরে হলেও সংস্কৃতির নির্মাণ ও বিকাশে ঐতিহ্য পরম্পরায় সমৃদ্ধ এবং নদী-উপত্যকার উর্বর ভূমির মতো সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রও উর্বর। উপত্যকায় নগরায়ণ তথা শিল্পায়নের ইতিহাস খুব একটা প্রাচীন নয় কাজেই উপত্যকার মূল ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ধারাটি এখনও গ্রামীণ। এখানে প্রাপ্ত লোকউপাদানগুলির মধ্যে আমরা সামাজিক চিত্রেরই প্রতিফলন লক্ষ করে থাকি। লোকজীবনে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকজীবনের পরিচয় বহনকারী সেই সমস্ত লোকউপাদানগুলি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বকীয়তার রসে পরিপূর্ণ।

বরাকের বুকে রচিত হয়েছে কতই না ইতিহাস সুদূর অতীতে সুরমা বরাক উপত্যকা ছিল কুকি, গারো ইত্যাদি মঙ্গোলয়েড জনজাতি এবং খাসি, সিন্টেং ইত্যাদি অস্ট্রিক জনজাতির আবাসস্থল। যদিও বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মিলনভূমি এই বরাক উপত্যকা, তথাপি এখানকার জনজীবনে বাঙালি সংস্কৃতি ও বাংলার আঞ্চলিক রূপ 'সিলেটি' উপভাষার অধিক প্রচলন দেখা যায়। কালে কালে সময় পরিসরের বদলে বিভিন্ন রাজশক্তি কখনও ইসলামের প্রভাব, ত্রিপুরী রাজত্ব, কোচদের আধিপত্য, ডিমাসা রাজত্ব, মণিপুরিদের আগমন শেষে ইংরেজ শাসনের মধ্য দিয়ে এই উপত্যকার বিভিন্ন ইতিহাস রচিত হয়েছে যা সহজ করে বুঝানো কঠিন।

বরাক উপত্যকা বঙ্গসংস্কৃতির আওতাধীন। প্রশাসনিক কাটাছেঁড়ায় বারবার এ অঞ্চলের শাসনতান্ত্রিক চেহারার পরিবর্তন ঘটে।

বরাক উপত্যকা জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। এত বৈচিত্র্য যে একটি ছোট ভূ-খণ্ডেও পাওয়া যেতে পারে তা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়। ভারতের সর্বত্রই কী এমন বৈচিত্র্য বিরাজমান? ভারতের আর্য, ইন্দো-মঙ্গোলয়েড, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, প্রটো অস্ট্রোলয়েড ভারতের মূল চারটি ভাষা পরিবারের শাখা, হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ইত্যাদি নানা ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী লোকেদের বসবাসে এ-অঞ্চলে যে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় তা দেখেই পণ্ডিতেরা বরাক উপত্যকাকে নৃতত্ত্বের উদ্যান অর্থাৎ 'Anthropological Garden' বলে অভিহিত করেছেন। এখানে বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে— বাঙালি, ডিমাসা, মণিপুরি,